আজকের কাগজ 02
তারিখ 13 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

ডঃ আলী আহমেদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এর পূর্বের পাকিস্তানী শাসনামলের তেইশ বছরসহ এযাবত প্রায় ছুয়াল্লিশ বছরেও এদেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বেশ কয়েকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত চিকিৎসাবিদ সৃষ্টি করা হলেও সে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। গণদাবীর মুখে সরকারের আর কোন প্রকার দীর্ঘ সূত্রিতার আশ্রয় গ্রহণ না করে অবিলম্বে দেশে উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সরকারের উপযুক্ত মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং জনগণের চাহিদা বিচার করে এই কাজে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। একইসাথে দেশের এলাকাভিত্তিক চাহিদা বিবেচনা করে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার দাবীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে জনগণের অসন্তুষ্টি দূর করার জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এ মুহূর্তেই সরকারের গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় অতীতের ন্যায় দাবী ও অসন্তোষের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।

বর্তমানের নতুন গণতান্ত্রিক প্রশাসনের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর গত বছরের ২৪শে এপ্রিলের বিবৃতিতে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার আমাদের দেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও যথোপযুক্ত এবং এরূপ ইতিবাচক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর "সবার জন্যে স্বাস্থ্য" কর্মসূচীর একটি পূর্বশর্ত বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা বলে প্রতীত হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার বিশ্বাসবাণীতে এদেশের জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হলেও এ ব্যাপারে সময়োচিত নির্দেশনা যথাযথ তথ্য প্রদান, অতীত অভিজ্ঞতা ও সঠিক নীতিমালা গঠন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিচক্ষণ কর্মকর্তা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তথা সদিচ্ছা প্রনোদিত দেশ সেবক ও প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর। আমলাতান্ত্রিক টানা পড়েনের শিকারে পরিণত হয়ে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচী ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকবে জনগণ কখনোই আশা করেনা, বরং দেশের চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ও কুশলী মান্যবর ব্যক্তিবর্গ বাস্তবিক কার্যকর পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসবেন এটাই জনগণ আশা করে।

চিকিৎসকের চাহিদা

বর্তমান ব্যবস্থায় জনগণের চাহিদার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল এবং অধিকাংশ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীই সীমিত সংখ্যক কটি কয়েক স্থানে ভর্তির সুযোগ থেকে ভীষণভাবে বঞ্চিত। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এরূপ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপলব্ধি করে তদনুযায়ী তৎকালীন একটি ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করেন। পরবর্তীকালে এটি বিপরীত রূপ ধারণ করে। জিয়ার আমলে সদ্য পাশ করা চিকিৎসাবিদদের অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্যে সরকারী কাজে নিয়োজিত থাকার বন্ড সই করতে হতো। আর আজ এই বলে তাঁদের লিখিত বিবৃতি সই করে দিতে হয় যে, তাঁরা সরকারী চাকুরী দাবী করবেন না। এরূপ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির জন্যে অনুপযুক্ত পরিকল্পনাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। যেহেতু সদিচ্ছা ও সেবার সৎসাহসী মনোভাব নিয়ে সঠিক নীতি গঠন ও পলিসি-গাইডলাইন দিবেন সরকারী উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, তাই তাঁদের প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন রইল, আপনারা উপযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছাকে বাস্তবায়নের উপায় প্রদর্শন করুন। এতে দেশ উপকৃত হবে; সেই সাথে আপনারাও সৎকাজের অংশীদার হবেন।

অতীতের স্বৈরাচারী প্রশাসনের দুরাচারী স্বাস্থ্যনীতির কারণে চিকিৎসক মহল নিদারুন দুর্ব্যবহারের পীড়নে নিষ্করুণ পরিস্থিতির শিকার হন। ডিগ্রীধারীগণ কর্মহীন দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই সর্বাগ্রে বিবেচ্য হওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতি। উপরন্তু, একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এদেশের সকল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে যুক্তরাজ্যের নির্ধারিত যথোপযুক্ত সিলেবাস-কর্মসূচী অনুসৃত হলেও কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশ করা ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের বিদেশে গ্রহণযোগ্যতাই নেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজও বহু বছরের কর্মসূচীর পরই শুধু স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের ন্যায় উন্নত দেশেও পৃথক একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদিও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি, কারণ সেখানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি উপযুক্ত চিকিৎসক তৈরী করার জন্য আবশ্যকীয় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বিধান করে। উচ্চশিক্ষিত, অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য ও আত্মোৎসর্গীকৃত শিক্ষক-চিকিৎসাবিদ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরীক্ষাগার পাঠ্য সামগ্রী, গবেষণার সুযোগ ও চর্চার সুযোগ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করে দেশের ও দশের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। কাজেই তাদের বিচারে এদেশের অনুরূপ কোন সুব্যবস্থার অপ্রতুলতাই স্বীকৃতির অনুপযুক্ততার কারণ।

আমাদের এই উপরিকাঠামোর অভাব থাকায় পাশ করা ডিগ্রীধারীগণ বিদেশে চাকুরীর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত শুধুমাত্র স্বীকৃতি না থাকার কারনে।

প্রকৃতক্ষেত্রে একটি স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষার চিকিৎসা ইন্‌স্টিটিউট আমাদের দেশে রয়েছে। একে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রয়োজনীয় সরবরাহ, উপযুক্ত শিক্ষক-নির্দেশক, পুস্তকাদি এবং অর্থ যোগান দিয়ে যথার্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সহজ সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনিক উচ্চ মহলের সদিচ্ছা থাকলে অযথা কালক্ষেপন না করে এধরণের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

-স্থান নির্ধারণ-

সরকার নূতনভাবে যদি একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশের সঠিক চাহিদা বিচার করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। অতীতের অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অপব্যয়ী মনোভাব ও কর্মধারার বশবর্তী না হয়ে প্রগতিবাদী দৃষ্টি দিয়ে এতদসংক্রান্ত সরকারী কমিটি বা কমিশনকে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। দেশের অপরাপর অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে স্থাপিত ও স্থানান্তরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। মুহম্মদ বিন তুগলকের ন্যায় অদূরদর্শী প্রচেষ্টা শুধু বিতর্ক ও অসন্তোষকে বাড়িয়ে তুলবে। এক্ষেত্রে অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি স্থাপনের ধারণাটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গঠিত নির্দিষ্ট কমিটি অনুমোদন করেনি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন হলেও অন্তর্ভুক্তি প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়গুলোতে আশানুরূপ আদর্শিক মান বজায় রাখা অসুবিধাজনক হয়ে পড়বে। বর্তমানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক মহাবিদ্যালয়ের নানাবিধ অব্যবস্থা ও অনিয়ম এবং অসদুপায় অবলম্বনে পরিক্ষার্থীদের বিপুল উৎসাহ উপরোল্লিখিত গ্রহনযোগ্য মানের নিশ্চয়তা বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই, এই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নূতনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে গণচাহিদা বিচার করে এবং অকারণ ও অযৌক্তিক অর্থ-অপচয়মূলক পরিকল্পনা পরিহার করে বিকল্প দিকগুলো বিবেচনা করার পরই উপযুক্ত একটি স্থান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের রাজনীতিবিদ এবং পরিকল্পনাবিদগণ এই প্রসঙ্গে বহুপূর্বের এক ব্রিটিশ খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ নেতা এডমন্ড বার্ক রচিত 'ব্রিস্টল স্পিচ' পুস্তকে প্রকাশিত মূলমন্ত্র স্মরণ রেখে এ বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ জ্ঞানীজনের পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ নিলে সকলেই উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। সংক্ষেপে, নীতিটি এরূপঃ একজন সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী মহোদয় নিজ এলাকাভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণে অধিক আগ্রহী হবেন, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তিনি শুধুমাত্র নিজ এলাকাভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণ দেশের জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব নিয়ে সামগ্রিক হিতার্থে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। এই নীতি অনুসরণ সকল প্রকার প্রকল্প-কর্মসূচীর জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক বিবেচ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থব্যয়ে যে প্রতিষ্ঠান সরকারী উদ্যোগে স্থাপন করা হবে তার প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। আমাদের ধারণামতে, এরূপ একটি উচ্চ শিক্ষার সুযোগসমৃদ্ধ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও অপ্রতিহত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নিরঙ্কুশভাবে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমিত রাখা। এর ভিত্তিপঠনের জন্য আবশ্যিক ডিগ্রী প্রদানের কাজ সম্পাদন করবে বর্তমানের ন্যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সমূহ। বিশ্ববিদ্যালয় এতদসংক্রান্ত উপযুক্ত শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব পালন করবে। অপরদিকে নূতনভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ডিগ্রী কোর্স চালু করা হলে দুটি প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। (১) প্রতিভাবান সকল শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং তাতে মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রতিভাধারীর অভাব দেখা দিবে ও আশানুরূপ মান বজায় রাখায় ত্রুটি ঘটবে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরঙ্কুশভাবে গবেষণাকর্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করায় ব্যাঘাত ঘটবে ও গতানুগতিক রীতিতে লেখাপড়া চলতে থাকায় মুক্ত চিন্তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে, এ অবস্থায় শুধুমাত্র শিক্ষনীয় বিষয় প্রাধান্য পাবে।

নতুনত্ব ও সৃষ্টিধর্মী কর্মোদ্দীপনা যোগানই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নকল্পে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে উন্নত দেশে ও বিদেশে এদেশের চিকিৎসাবিদের মানের প্রশ্ন উঠবে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সরকারের অর্থানুকুল্য, উপযুক্ত আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা ক্রমাগত যোগান দিতে হবে। অন্যথায় কিছু সংখ্যক কর্মচারী -পেশাদারের জন্য ভাইস চ্যান্সেলার, রেজিস্ট্রার, প্রফেসার, ডীন, প্রভোষ্ট এধরনের কতকগুলো আকর্ষনীয় পদ গঠনে ও নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া একটি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যকর অবদান কিছুই থাকবে না। এদেশের সমাজও এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবে না। সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক মহল অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিবেন।

ডঃ আলী আহমেদ
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ এবং চিন্তাবিদ ও বহু পুস্তকের প্রণেতা।

অনুবাদ : কাওসার পারভিন